ত্রয়োদশ অধ্যায়

মায়ামেলা

প্রান্তর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ***বিশ্বাসী*** পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল, কেউ একজন তাদের পিছনে পিছনে আসছে। সে তাঁকে চিনতে পেরে সঙ্গীকে বলল, "ভাই, দেখছ, কে আসছেন?"

খ্রীষ্টিয়ান তাঁকে দেখে বলল, "উনি যে আমার পরম উপকারী বন্ধু ***সু-সমাচার প্রচারক***।"

বিশ্বাসী— তাই নাকি? উনি তো আমারও উপকারী বন্ধু। উনিই আমাকে ***সংকীর্ণ দ্বারে*** যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ***সুসমাচার প্রচারক*** তাদের কাছে এসে এই বলে অভিবাদন জানালেন, "বৎসেরা, তোমাদের মঙ্গল হোক, এবং যারা তোমাদের উপকার করে, তাদেরও মঙ্গল হোক।"

খ্রীষ্টিয়ান— হে পরম উপকারী ***সুসমাচার প্রচারক***, প্রণাম আপনাকে। আপনি আমার চিরস্থায়ী মঙ্গলের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আপনাকে দেখে তা আজ আমার মনে পড়ছে।

বিশ্বাসী— হে পরম উপকারী ***সুসমাচার প্রচারক***, আপনাকে প্রণাম। নিরূপায় যাত্রী আমরা, আপনার সঙ্গ আমাদের বড়ই প্রয়োজন।

সুসমাচার প্রচারক— আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর তোমরা কি কি দেখলে, কি কি ঘটনার মুখোমুখি হলে, কীভাবে এতদূর পর্যন্ত এলে, বল দেখি শুনি।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***বিশ্বাসী*** পথের সমস্ত ঘটনা এক এক করে তাঁকে জানাল।

সুসমাচার প্রচারক— বড়ই আনন্দিত হলাম, পরীক্ষায় পড়েছিলে বলে নয়, কিন্তু দুর্বলতা সত্ত্বেও সময় উপযোগী অনুগ্রহ লাভ করে পরীক্ষার উপর জয়লাভ করে, সঠিক পথে এতদূর আসতে পেরেছ বলে। তোমাদের ও আমার পক্ষে এ খুবই আনন্দের বিষয়। আমি বীজ বুনেছিলাম, তোমরা শস্য কেটেছ। এমন সময় আসছে, যখন যে রোপন করে ও যে শস্য কাটে, উভয়ে একসঙ্গে আনন্দ করবে (যোহন ৪:৩৬);কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে হবে, কেননা নিরুৎসাহ না হলে যথাসময়ে ফসল তুলবে (গালা. ৬:৯)। মুকুট, "অক্ষয় মুকুট" তোমাদের সামনে রয়েছে, 'তোমরা এমনভাবে দৌড়াও, যেন পুরস্কার লাভ করতে পার' (১করিন্থীয় ৯:২৪-২৭)। মুকুট পাবার জন্য কেউ কেউ অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য আর একজনকে নিয়ে নিতে দেখা যায়। তাই 'তোমার যা কিছু আছে, তা সযত্নে রক্ষা কর, যেন কেউ তোমার প্রাপ্য মুকুট অপহরণ করতে না পারে' (প্রকাশিত. ৩:১১)। শয়তানের আক্রমণের সীমানার মধ্যে এখনও পর্যন্ত তোমরা রয়েছ।

'পাপের বিরুদ্ধে তোমাদের সংগ্রাম এখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয়নি, যাতে তোমাদের রক্তপাত হতে পারে' (ইব্রীয় ১২: ৪)। অতএব প্রত্যাশিত ***রাজ্যের*** দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে থাক; অদৃশ্য বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস অটল হোক। এ জগতের কোন কিছুকে হৃদয়ে বাসা বাঁধতে দিয়ো না;বিশেষত আপন আপন অন্তঃকরণ ও তার কু-বাসনার বিষয়ে সাবধান থেকো। কারণ মানুষের অন্তঃকরণের মত প্রতারক আর কিছু নেই, তার আরোগ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব (যিরমিয় ১৭:৯)। একাগ্র মনে অগ্রসর হও, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পরাক্রম তোমাদের অনুকূল।

খ্রীষ্টিয়ান উপদেশ শুনে ***সুসমাচার প্রচারককে*** কৃতজ্ঞতা জানাল; এবং অবশিষ্ট পথে উপকারজনক আরও কিছু বলতে অনুরোধ করল। কারণ তারা তাঁকে একজন ভাববাদী বলে জানত, যিনি অবশিষ্ট পথের সম্ভাব্য বিপদ ও রক্ষা পাবার উপায় বলে দিতে পারেন। ***সুসমাচার প্রচারক*** তখন বললেন, — বৎসেরা, তোমরা শাস্ত্রে পাঠ করেছ, '***ঈশ্বরের রাজ্যে*** প্রবেশ করতে হলে, আমাদের বহু দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্যাতন পার হয়ে যেতে হবে' (প্রেরিত. ১৪:২২)। আরও পড়েছ, 'প্রতি নগরে বন্ধন ও ক্লেশ অপেক্ষা করছে' (প্রেরিত. ২০:২৩)। অতএব কোন রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের আশা করতে পার না। ইতিমধ্যে তোমরা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ কিছুটা পেয়েছ, এবং খুব শিগ্‌গির আরও কিছুটা পাবে। তোমরা এই প্রান্তর প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছ, আর কিছুটা গেলে একটা নগর দেখতে পাবে। সেখানে গেলে শত্রুরা তোমাদের ভারি কষ্ট দেবে, এমনকি, মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। আর নিশ্চয় জেনো, অন্তত তোমাদের একজনকে রক্তপাত দ্বারা বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকো, তা হলে ***রাজা*** তোমাদের "***জীবন-মুকুট***" দেবেন (প্রকাশিত. ২:২০)। যে সেখানে মরবে, তাকে নৃশংসভাবে মারা হবে, যাকে অপমৃত্যু বলা যায়; তবুও তাকে সঙ্গীর চেয়ে বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত বলতে হবে। কারণ সে যে কেবল আগে স্বর্গীয় রাজধানীতে পৌঁছবে তা-ই নয়, কিন্তু সহযাত্রীর অবশিষ্ট পথের দুঃখ-কষ্ট থেকেও রেহাই পাবে। যখন ঐ নগরে পৌঁছবে, আমার কথার প্রমাণ দেখতে পাবে, তখন আমাকে বন্ধু বলে মনে কোরো, বীরত্ব দেখিও, সৎ আচরণ করতে করতে নিজেদের প্রাণকে বিশ্বস্ত ***সৃষ্টিকর্তার*** হাতে গচ্ছিত রেখো (১করিন্থীয় ১৬:১৩; ১পিতর ৪:১৯)।

স্বপ্নে দেখলাম, প্রান্তর পেরিয়ে তারা একটা নগর দেখতে পেল। তার নাম ***মায়াপুর;*** এখানে বারো মাস একটা মেলা বসে, তার নামকরণ হয়েছে ***মায়া-মেলা;***কারণ তাদের "সর্বস্ব বাষ্প অপেক্ষাও হালকা" (গীতসংহিতা ৬২:৯)। আর সেখানে যেসব জিনিস ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানি হয়, তার সবই অসার। তাই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শলোমন বলেছেন, পৃথিবীতে "যা যা ঘটে, সে-সবই অসার" (উপদেশক ১:২-১৪; ২:১১-১৭; ১১:৮; যিশাইয় ৪০:১৭)। মেলাটা বহু পুরনো; এটা প্রতিষ্ঠার কারণ শোন — প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই নিরীহ যাত্রী দু-জনের মত অনেক যাত্রী *স্বর্গপুরের* দিকে যাচ্ছিল। ***বেলসবূব*** ও ***আপল্লুয়োন*** (মথি ১২:২৪;

প্রকা. ৯:১১) এবং তাদের অনুচরবর্গ যাত্রীদের ***মায়াপুরের*** মধ্য দিয়ে ***স্বর্গপুরে*** যেতে দেখে নগরে একটা মেলা স্থাপন করল। এই মেলায় তারা নানা রকমের অসার জিনিস কেনাবেচা করতে লাগল, যেমন— বাড়ি, জমি, ব্যবসা, পদমর্যাদা, আত্মসম্মান, চাকরি, খেতাব, দেশ, রাজ্য, কু-বাসনা, আমোদ-আহ্লাদ, দুশ্চরিত্রা নারী, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, মনিব, চাকর, রক্ত, দেহ, আত্মা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আবার এই মেলায় সব সময় নানা রকমের জুয়া, প্রবঞ্চ না, ধূর্তের চাতুরি এবং বহুরূপী ও বাঁদর দেখতে পাবে। এ ছাড়াও, এই মেলায় দুঃসাহসী চোর, ডাকাত, খুনী, ব্যভিচারী ও মিথ্যা শপথকারী লোক দেখতে পাবে, এক পয়সাও খরচা লাগে না।

অন্যান্য ছোট-খাটো মেলার মত এ মেলাতেও স্বনামখ্যাত নানা পট্টী বা টোলা আছে। (পট্টী ও টোলা অর্থে নানা রাজ্য বা দেশ বুঝতে হবে।) এ সব জায়গায় গেলে, প্রয়োজনমত সব জিনিস সহজেই পাওয়া যায়। পট্টীগুলোর নাম জার্মান পট্টী, গোরা-বাজার, শিখ পট্টী, বারানসী টোলা ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ পট্টীতে বিশেষ বিশেষ রকমের মায়াময় ও অসার জিনিস বিক্রি হয়। কিন্তু কোন কোন মেলাতে যেমন এক রকমের জিনিস বেশি বিক্রি হয়, তেমনই এই মেলাতে বেনারসী ও বৃন্দাবনী জিনিসের কদর বেশি। আজকাল কেবল শিক্ষিত বাঙ্গালি ও মরাঠি সমাজে বেনারসী ও বৃন্দাবনী জিনিসের কদর সীমাবদ্ধ নেই।

আগেই বলেছি, যে নগরে এই মেলা, ঠিক সেই নগরের মধ্য দিয়ে ***স্বর্গপুরীতে*** যাবার পথ গিয়েছে। যদি কেউ নগরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে ***স্বর্গপুরীতে*** পৌঁছতে চায়, তা হলে, তার "জগতের বাইরে" যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে (১করিন্থীয় ৫:১০);এমনকি, ***মহারাজ*** নিজে যখন স্বদেশে ফিরে যান, তখন তাঁকে হাট বারে এই নগর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমার খুব ভাল মনে আছে, মেলার মালিক ***বেলসবূব*** তাঁকে মায়াময় নানা অসার জিনিস কেনাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিল। এমনকি, ***রাজাধিরাজ*** এই নগর দিয়ে যাবার সময় যদি তাকে একবার প্রণাম করতেন, তা হলে, সে তাঁকে মেলার কর্তা করে রাখত। ***রাজাধিরাজ*** অতি সম্ভ্রান্ত লোক, তা জানত বলে ***বেলসবূব*** তাঁকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখিয়েছিল, এবং মায়াময় অসার দ্রব্য ক্রয় করাবার বিস্তর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই ***মহান ব্যক্তি*** এ সব দ্রব্যে আকর্ষিত হননি, তাই ***তিনি*** কোন অসার দ্রব্য না কিনে স্বদেশে ফিরে যান;কাজেই সহজে অনুমান করা যায়, এই মেলা বহু যুগের ও বিশাল (মথি ৪:৮-১০;লুক ৬:৫-৮)।

অগত্যা যাত্রীদের এই মেলার পথ ধরেই যেতে হল। তারা মেলায় পা দিতে না দিতেই লোকেরা অবাক হয়ে তাদের ঘিরে হট্টগোল শুরু করে দিল। কারণ— প্রথমত, যাত্রীদের পোশাক স্বতন্ত্র, মেলায় যারা বেচা-কেনা করে, তাদের পোশাকের মত নয়। কারণ শাস্ত্র বলে "তিনি আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরিয়েছেন, ধার্মিকতা-পরিচ্ছদে ভূষিত করেছেন" (যিশাইয় ৬১:১০)। আবার "তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর" (রোমীয় ১৩:১৪)। তাই মেলার লোকেরা তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, কেউ বলল, এরা নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, কেউ

বলল, পাগল;আবার কেউ কেউ তাদের বিদেশি বর্বর বলে ঠাট্টা করতে লাগল (ইয়োব ১২:৪; ১করিন্থীয় ৪:৯-১৩)।

দ্বিতীয়ত, যাত্রীদের পোশাক দেখে ও তাদের কথা শুনে লোকেরা অবাক হচ্ছিল, কারণ তারা তাদের কথা বুঝতে পারছিল না। যাত্রীরা স্বভাবতই ***কনানীয়*** ভাষায় কথা বলছিল;(এর অর্থ, স্বর্গযাত্রীদের কথা জগতের লোকদের থেকে পৃথক। স্বর্গযাত্রীরা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলে।) কিন্তু মেলার লোকেরা ইহজগতের লোক, সুতরাং তারা পরস্পরকে অমার্জিত মনে করতে লাগল (১করিন্থীয় ২:৭, ৮)।

তৃতীয়ত, যাত্রীরা বিক্রেতাদের সমস্ত প্রকার দ্রব্যকেই তুচ্ছজ্ঞান করাতে তারা আরও আশ্চর্য হল। কোন জিনিসই তাদের আকৃষ্ট করতে পারল না। কেনবার জন্য কোন দোকানদার ডাকলে তারা বরং বলেছে, "মায়ার দর্শন থেকে আমার দৃষ্টি ফেরাও" (গীতসংহিতা ১১৯:৩৭)। আর তারা ঊর্ধ্ব দৃষ্টি করে এগিয়ে যেতে লাগল, দেখাল যেন, তাদের সব কিছু স্বর্গে আছে(ফিলিপীয় ৩:২০, ২১)।

যাত্রীদের এমন ভাবগতিক লক্ষ্য করে মেলার এক দোকানদার ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী কিনতে চাও বল তো দেখি"? তারা গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা শুধু সত্য ক্রয় করি" (হিতোপদেশ ২৩:২৩)। তা শুনে মেলার লোকেরা তাদের আরও বিদ্রূপ করতে, গাল দিতে ও 'মার, মার' বলে এমন চেঁচাতে লাগল যে, চারদিকে ভারি হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। খবর পেয়ে মেলার মালিক এসে হাজির হল, এবং যাদের জন্য এই গণ্ডগোল, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর পাঠিয়ে দিল। যাত্রীদের বিচারকের সামনে হাজির করানো হল। বিচারক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে, আর এ রকম অসঙ্গত বেশে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

যাত্রীরা বলল, "আমরা এ সংসারে বিদেশি যাত্রী, স্বর্গীয় ***জেরুশালেম*** আমাদের স্বদেশ, সেখানেই যাচ্ছি" (ইব্রীয় ১১:১৩-১৬)। আমরা নগরবাসীদের বা মেলার দোকানদারদের কাউকে কিছু বলিনি। তারা অকারণে আমাদের গাল দিচ্ছে, এবং আমাদের যাত্রায় বাধা দিচ্ছে। কেবল একজন দোকানদার জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কী কিনতে চাও?" আমরা উত্তর দিয়েছিলাম, "আমরা শুধু সত্য কিনে থাকি, এ ছাড়া আর কিছু বলিনি।" কিন্তু বিচারকেরা তাদের বুদ্ধি হীন, ক্ষিপ্ত ও মেলা ধ্বংসকারী বলে দোষী করল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে কঠিন প্রহারের পর সর্বাঙ্গে কাদা লেপে মেলার লোকদের কৌতুকের জন্য খাঁচায় পুরে রাখল। যাত্রী দু-জনকে এ অবস্থায় কিছু দিন থাকতে হল।

আর মেলার লোকেদের যার যখন ইচ্ছা এসে, তাদের উত্যক্ত করে রাগ, হিংসা মেটাতে লাগল;তাদের দুর্দ্দশা মেলার মালিকের হাসির খোরাক হয়ে উঠল। কিন্তু যাত্রী দু-জন সব কিছু সহ্য করে সেখানে রইল;দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে তারা বরং তাদের আশীর্বাদ করতে থাকল (১পিতর ৩:৯), দুর্বাক্যের পরিবর্তে মিষ্টি কথা বলতে এবং অপকারের পরিবর্তে দয়া প্রদর্শন

করতে লাগল। মেলায় কয়েকজন সুবুদ্ধি বিশিষ্ট লোক ছিল, তারা যাত্রীদের প্রতি কৃত অত্যাচার লক্ষ্য করে দুষ্ট লোকদের তিরস্কার করে নিরস্ত করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বর্বরসম লোকেরা খাঁচায় আবদ্ধ যাত্রীদের যেমন, তেমনি এদেরও 'দুষ্ট' বলে সম্বোধন করে বলল, "তোরা যে এদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছিস, তোদেরও এই রকম শাস্তি পাওয়া উচিত।" তারা উত্তরে বলল, "এ লোক দুটোকে তো নিতান্ত শান্ত, ভদ্র দেখছি, এরা তো কারও ক্ষতি করতে চাইছে না;কিন্তু এই মেলায় যারা অযৌক্তিকভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে, তাদের বরং খাঁচায় আবদ্ধ রাখা বা শূলে চড়ানো উচিত।" কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর রীতিমত মারামারি শুরু হয়ে গেল। যাত্রীরা কিন্তু খাঁচায় শান্তভাবে বসে ছিল, অথচ লোকেরা তাদেরই আদালতে সোপার্দ করল, এবং তারাই গোলযোগের মূল বলে অভিযোগ করল; শুধু তা-ই নয়, তাদের নির্মমভাবে প্রহার করল, এবং ভারি লোহার শেকলে বেঁধে সারা মেলা প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে বেড়াল। উদ্দেশ্য এই, যেন তাদের দুর্দশা দেখে সবাই ভয় পায় ও কেউ তাদের পক্ষ সমর্থন না করে। কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***বিশ্বাসী*** আরও সুবিবেচনার সঙ্গে আচরণ করতে লাগল। তারা সমস্ত লাঞ্ছনা ও অপমান এত ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে সহ্য করতে থাকল যে, তা দেখে মেলার কেউ কেউ তাদের সপক্ষ হয়ে উঠল, তবে মেলার জনসমুদ্রের তুলনায় তারা খুবই নগণ্য। বিপক্ষেরা তা-ও সহ্য করতে পারল না। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "খাঁচায় পুরে বা শেকল দিয়ে বেঁধে মেলায় ঘুরিয়ে তোদের উপযুক্ত শাস্তি হয়নি, সুতরাং মৃত্যুই তোদের উপযুক্ত দণ্ড ।"

যাত্রীদের বিষয়ে কি করা উচিত, তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাদের আবার খাঁচায় পুরে রাখার আদেশ দেওয়া হল। লোকেরা তাদের পায়ে বেড়ি দিয়ে খাঁচায় বন্ধ করে রাখল।

এই দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে তাদের বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুসমাচার প্রচারকের বিদায়বাণী মনে পড়ল, এবং তা ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***বিশ্বাসীর*** অন্তরে নতুন সাহসের সঞ্চার করল। তাই আগে মরবার জন্য উভয়ে আগ্রহের সাথে ***সর্বজ্ঞ*** ও ***সর্বশক্তিমানের*** হাতে নিজেদের ভার অর্পণ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুদিন পর নিরূপিত দিনে লোকেরা তাদের শাস্তির উদ্দেশ্যে ***অশিষ্ট*** নামক বিচারকের এজলাসে হাজির করল। যাত্রী দু-জনের বিরুদ্ধে মূলত একই অভিযোগ আনা হল, তবে ভাষায় কিছু হেরফের ছিল। তাদের মোদ্দা কথা ছিল — এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের শত্রু ও বিঘ্ন সৃষ্টিকারী, নগরে গণ্ড গোল পাকিয়েছে এবং নগরের অধ্যক্ষের প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা কুচক্র গড়ে তুলেছে।

তখন ***বিশ্বাসী*** উত্তরে বলল, "***যিনি*** সকলের ও সবকিছুর উপরে, যারা ***তাঁর*** বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, আমি কেবল তাদের বিপক্ষতা করেছি। আমি নির্বিবাদী লোক, কারও সঙ্গে কোন গণ্ড গোল করিনি। কতকগুলো লোক আমাদের সপক্ষ হয়েছে, এ কথা ঠিক;কিন্তু তারা আমাদের আচরণ ও বিশ্বস্ততা দেখে আমাদের সপক্ষ হয়েছে, এবং কু-পথ পরিত্যাগ করে সু-পথে

এসেছে মাত্র। আপনারা ***বেল্‌সবূব্*** নামে যে রাজার কথা বলছেন, সে যখন আমাদের ***প্রভুর*** শত্রু, তখন আমি তার ও তার দূতদের সব কথা ও ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করছি।"

তখন ঘোষণা করে দেওয়া হল, কেউ যদি আপন প্রভুর পক্ষে আদালতে উপস্থিত আসামীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায়, সে এসে সাক্ষ্য দিতে পারে। তা শুনে ***হিংসুক, কু-সংস্কার*** ও ***জল-উঁচু-নিচু*** নামে তিনজন সাক্ষী এগিয়ে এল। তাদের জিজ্ঞেস করা হল, "তোমরা এই আসামীকে চেনো কি না, যদি চেনো, তবে তোমাদের প্রভুর পক্ষে এর বিরুদ্ধে তোমাদের কী বলবার আছে বল"।

তখন ***হিংসুক*** বলল, "হুজুর, আমি এ লোকটাকে অনেক দিন থেকে চিনি;এবং মহামান্য আদালতের সামনে শপথ করে বলতে পারি" —।

বিচারক— "থাম, ওকে আগে হলফ পড়াও।"

হলফ পড়ান হলে সে বলল, "ধর্মাবতার, এ লোকটার নাম শুনতে খুব ভাল, কিন্তু এর মত নরাধম দেশে দ্বিতীয়টা আর নেই। এ না মানে রাজাকে, না আছে লোকের ভয়;না মানে আইন-কানুন, না মানে দেশাচার; কেবল বিশ্বাস ও পবিত্রতা সম্বন্ধে এর কতকগুলো সংস্কার আছে, তা-ই সবাইকে গ্রহণ করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমি নিজ কানে একবার বলতে শুনেছি যে, **খ্রীষ্টিয়ভাব**, এবং আমাদের এই ***মায়াপুরের*** রীতিনীতি পরস্পর এমন বিপরীত যে, কোনমতে এ দুয়ের মিল হতে পারে না। হুজুর, এইভাবে সে সব সময় আমাদের আদরণীয় কাজের নিন্দা করে, এবং সেই সব কাজ করার জন্য আমাদের দোষী করে।"

বিচারক— আর কিছু বলার আছে?

হিংসুক— "ধর্মাবতার, আমার অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আদালতের বিরক্তির কারণ হতে চাই না;তবুও অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দি হয়ে গেলে, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আরও অনেক কথা বলব।"

এ কথা শুনে আদালত তাকে এক পাশে অপেক্ষা করতে হুকুম দিলেন।

তার পর ***কু-সংস্কারকে*** ডাকা হল। সে হাজির হলে জিজ্ঞেস করা হল, "এ লোকটাকে চেনো? তোমার রাজার পক্ষে এবং এর বিরুদ্ধে কী বলতে পার?"

হলফ পড়ান হলে সে বলল, "ধর্মাবতার, এ লোকটার সাথে আমার বিশেষ আলাপ-পরিচয় নেই, আর আলাপ করতেও চাই নে। সেদিন এই নগরে ওর সঙ্গে যেটুকু কথা হয়েছিল, তাতেই বুঝেছি, লোকটা বড়ই গোলমেলে;কথা প্রসঙ্গে সে বলেছিল, আমাদের ধর্ম নিতান্ত অসার, এবং এর রীতিনীতি পালন করে *ঈশ্বরের* প্রীতির পাত্র হওয়া অসম্ভব। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের সমস্ত উপাসনা বৃথা, আমরা এখনও পাপে লিপ্ত আছি, আর তার পরিণাম বিনাশ, হুজুরের তা বুঝতে বাকি নেই;এই আমার বক্তব্য।"

এর পর ***জল-উঁচু-নিচুকে*** ডাকা হল, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, "তোমার রাজার সপক্ষে এবং এই আসামীর বিপক্ষে যা জান, বল"।

সে বলল, “ধর্মাবতার, এবং এজলাসে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, এ লোকটাকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। একে এমন সব কথা বলতে শুনেছি, যা মুখে আনা যায় না। এ আমাদের প্রবল-প্রতাপ রাজাকে পর্যন্ত ঠাট্টা করেছে, এবং মহামহিম ***পুরাতন স্বভাব*** (রোমীয় ৬:৬;ইফিষীয় ৪:২২ পদ দ্রষ্টব্য), ***মাংসিক সুখবিলাসী, বিলাসপরায়ণ, রায়বাহাদুর ব্যর্থদর্পী,*** রায়বাহাদুর ***পুরাতন লম্পট*** এবং মহারাজ ***দামোদর*** প্রভৃতি পারিষদগণের নিন্দা করে অপমানসূচক অনেক কথা বলেছে। এ আরও বলে, যদি সবাই এর মত হত, তা হলে, এই গণ্যমান্য লোকদের একজনও এ নগরে বাস করতে পারতেন না (প্রেরিত. ১৯:২৪-২৭)। তা ছাড়া, আপনি যে এখন এর বিচার করতে বসেছেন, আপনাকে এবং নগরের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদেরও অধার্মিক, পাপিষ্ঠ বলতে কুণ্ঠিত হয়নি।

জল-উঁচু-নিচুর জবানবন্দি শেষ হলে বিচারকর্তা আসামীকে বললেন, “ওরে বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড, ধর্মভ্রষ্ট, রাজদ্রোহী এই সৎ ভদ্র মহোদয়গণ তোর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিলেন, তা শুনেছিস তো?”

বিশ্বাসী— হুজুর, আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কি কিছু বলতে পারি?

বিচারক— তুই এত দুষ্ট যে তোর বেঁচে থাকার অধিকার নেই, তোকে এখনই মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু আমার বিচার ব্যবস্থা যে কত উদার, তার প্রমাণস্বরূপ তোকে বলবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, বল।

বিশ্বাসী— প্রথমত, ***হিংসুক*** বাবুর কথার উত্তরে আমি বলছি, যে বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, অথবা যে সব লোক ***ঈশ্বরের বাক্যের*** পুরোপুরি বিপরীত, বা তারা ***খ্রীষ্টিয়*** বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত, এ কথা বলাতে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, দয়া করে বুঝিয়ে দিন, কথা ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয়ত, ***কু-সংস্কার*** বাবুর কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, আমি শুধু বলেছি, ***ঈশ্বরের*** উপাসনা করতে গেলে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন;কিন্তু যে প্রত্যাদেশে (ত্মন্ল্বন্দ্বপ্ত্রব্ধন্স-এ) ***ঈশ্বরের*** ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে, সেই প্রত্যাদেশ ছাড়া ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাস লাভ করা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনায় ঈশ্বরের দেওয়া প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে যে কোন ক্রিয়া-অনুষ্ঠান হয়, তা কেবল মানুষের কল্পনাপ্রসূত। তার দ্বারা মানুষ ***অনন্ত জীবন*** লাভ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, ***জল-উঁচু-নিচু*** বাবুর কথার উত্তরে আমি বলতে চাই, আমি কাউকে গালাগাল দিইনি। সংক্ষেপে বলি, এই নগরের রাজা ও তার যে সব হীনচেতা অনুচরের নাম ইনি করেছেন, তারা কেউ এ নগরে ও এ দেশে বাস করবার যোগ্য নয়, তারা নরকের যোগ্য। ***ঈশ্বর*** আমাকে কৃপা করুন।

জুরিরা এতক্ষণ ধরে সওয়াল, জবাব শুনছিলেন।

বিচারক এ বার জুরিদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, “জুরি ভদ্রমহোদয়গণ, এই যে লোকটাকে কেন্দ্র করে নগরে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে, এ এখন আপনাদের

সামনে উপস্থিত আছে;এবং এই সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এর বিপক্ষে যে সব সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর এ তার যে উত্তর দিয়েছে ও দোষ স্বীকার করেছে, তা-ও আপনারা শুনেছেন; এখন এর মৃত্যুদণ্ড দান বা মুক্তি দান আপনাদের হাতে;তবুও এ বিষয়ে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে, তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিহিত মনে করি। আমাদের রাজার ভৃত্য মহা ***ফরৌণের*** আমলে এক আইন পাশ হয়েছিল, তার মর্মার্থ এই, পাছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা বহুসংখ্যক ও বলবান হয়ে ওঠে, তাই তাদের সদ্যোজাত পুত্র-সন্তান নদীতে ফেলে দিতে হবে (যাত্রা. ১:২২)। মহারাজের অপর ভৃত্য ***নবুখদ্‌নিৎসরের*** রাজত্বকালে আরও একটা আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, তার মর্মার্থ এই, কেউ যদি রাজার স্থাপিত স্বর্ণ প্রতিমার সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রণাম না-করে, তবে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে (দানিয়েল ৩:৬)। পরে ***দারিয়াবস*** রাজার আমলে আর একটা নিয়ম চালু হয়েছিল, তার মর্মকথা এই, কেউ যদি নিরূপিত দিনের মধ্যে রাজা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে বা কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, তবে তাকে সিংহের খাতে ফেলে দিতে হবে (দানিয়েল ৬:৭)। এই বিদ্রোহী, এ সব আইন লঙঘন করেছে, কেবল মনে মনে নয় — মনে মনে লঙঘন করলেও মেনে নেওয়া যায় না — কিন্তু কথায় ও কাজে সে লঙঘন করেছে, কাজেই বরদাস্ত করা যায় না।"

ফরৌণের আইনের বিষয়ে একটা বিবেচ্য বিষয় এই যে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কুফল রোধ করবার জন্য সেই আইন প্রণয়ন হয়েছিল;কিন্তু এই লোকটার অপরাধ সুস্পষ্ট। আবার আসামী আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের নিন্দা করেছে বলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইন বিরুদ্ধ কাজও করেছে; তার ওপর আবার রাজদ্রোহিতার কথা নিজে স্বীকার করেছে;সুতরাং সে নিতান্তই মৃত্যুদণ্ডের পাত্র।"

তখন জুরি এক দিকে সরে গেল। জুরিরা ছিল — ***অন্ধ*** বাবু, ***সৎশূন্য*** বাবু, ***হিংস্র*** বাবু, ***কামুক*** বাবু, ***লম্পট*** বাবু, ***দুঃসাহসী*** বাবু, ***দেমাকি*** বাবু, ***দ্বেষ*** বাবু, ***মিথ্যুক*** বাবু, ***নিঠুর*** বাবু, ***তিমির*** বাবু, ***নির্দয়*** বাবু। জুরিরা সবাই নিজের নিজের মত প্রকাশ করল, এবং একমত হয়ে বিচারকের সামনে ***বিশ্বাসীকে*** দোষী সাব্যস্ত করাই স্থির করল। জুরিদের সভাপতি ***অন্ধ*** বাবু এসে বলল, "আমি তো দেখছি, লোকটা একদম পাষণ্ড।" ***সৎশূন্য*** বলল, "ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও।" ***হিংস্র*** বাবু বলল, "ওর চেহারা দেখলে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়।" ***কামুক*** বাবু বলল, "লোকটা আমার দুচোখের বালি"। ***লম্পট*** বাবু সায় দিয়ে বলল, "ওর দিকে তাকালে আমার গা জ্বলে যায়;ও শুধুই আমার দোষ দেখতে পায়।" ***দুঃসাহসী*** বাবু বলল, "ওকে ফাঁসি দাও।" ***দেমাকি*** বাবু বলল, "লোকটা একেবারে নীচু শ্রেণীর।" ***দ্বেষ*** বাবু বলল, "ওকে দেখলে আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে যায়।" ***মিথ্যুক*** বাবু বলল, "লোকটা ভারি বদমায়েস।" ***নিঠুর*** বাবু বলল, "ফাঁসি তো সামান্য শাস্তি, ওকে তার থেকেও কিছু কঠোর শাস্তি দিতে পারলে ভাল হত।" ***তিমির*** বাবু বলল, "ওকে পরপারের আঁধারে পাঠিয়ে দাও।" ***নির্দয়*** বাবু বলল, "জগতের সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও ওর সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়;হাকিমকে

ফাঁসির হুকুম দিতেই বলা যাক।"

জুরিরা তাদের অভিমত জানিয়ে বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।" তখন বিচারক আদেশ দিল, "লোকটাকে যেখান থেকে আনা হয়েছে, এক্ষুনি সেখানে নিয়ে গিয়ে, যতদূর সম্ভব যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলো।"

অতএব দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ***বিশ্বাসীকে*** সাজা দেবার জন্য লোকেরা বাইরে নিয়ে গেল। প্রথমে তাকে চাবুক মারল, পরে দুই গালে চড়-ঘুসি মারল, তার পর ছুরি দিয়ে খানিকটা খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে পাথর মারতে ও তরোয়াল দিয়ে খোঁচা দিতে লাগল। এইভাবে যন্ত্রণায় জর্জরিত করে, শেষে একটা খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে ***বিশ্বাসীর*** পার্থিব জীবন শেষ করে দিল।

এমন সময়ে জনারণ্যের পিছন দিকে দেখতে পেলাম, দুই ঘোড়ার এক চমৎকার রথ ***বিশ্বাসীর*** জন্য অপেক্ষা করছে। শত্রুরা তাকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে রথে উঠিয়ে তুরী বাজাতে বাজাতে আকাশ পথে তাঁরা তাকে ***স্বর্গের দ্বারে*** নিয়ে গেলেন;কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** দুষ্ট লোকেরা জেলখানায় রেখে দিল বলে তাকে কিছুদিন জগতে থাকতে হল। কিন্তু সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা ***যিনি,*** এবং মানুষের ক্রোধ ***যাঁর*** হস্তগত, ***তিনি*** এমন সুযোগ করে দিলেন, যাতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপন পথে চলে গেল;এবং যেতে যেতে গান ধরল —

ধন্য রে বিশ্বাসী ভাই, ধন্য চিরন্তন,
সেবিলে মরণ-পণে প্রভুরে আপন।
যদিও বধিছে তোমায় দুরাচার জনে,
জানি, তুমি প্রবেশ করেছ স্বর্গধামে।
সংসারের সুখে সুখী অবিশ্বাসী জন,
স্বর্গ সুখে সুখী তুমি, কর সংকীর্তন।